3434 - গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা রাখা উত্তম; নাকি না-রাখা?

প্রশ্ন

গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা রাখা উত্তম; নাকি না-রাখা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

অন্য নারীর মত গর্ভবতী নারীও রোযা রাখার ভারপ্রাপ্ত। তবে যদি গর্ভবতী নারী নিজের জন্য কিংবা নিজের গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে তার জন্য রোযা না-রাখা জায়েয।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী, 'আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।'[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪]-এর ব্যাপারে বলেন: এটি আয়াতটি বয়োবৃদ্ধ নর ও নারীর জন্য অবকাশ। তারা রোযা রাখতে পারলেও রোযা রাখার পরিবর্তে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী যদি তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোযা না-রেখে খাদ্য দান করবেন।[সুনানে আবু দাউদ (২৩১৭), আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (৪/১৮ ও ২৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

জেনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, গর্ভবতী নারীর জন্য রোযা না-রাখা জায়েয, ওয়াজিব ও হারাম:

যদি রোযা রাখতে তার কষ্ট হয়; কিন্তু কোন ক্ষতি না হয়; তাহলে রোযা না-রাখা জায়েয।

যদি রোযা রাখলে তার নিজের কিংবা তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি হয় তাহলে রোযা না-রাখা ওয়াজিব।

আর যদি রোযা রাখলে তার কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা না-রাখা হারাম।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি অবস্থা হবে:

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তিশালী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোন কষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীর উপর রোযা রাখা ফরয। কেননা রোযা বর্জন করার ক্ষেত্রে তার কোন ওজর নেই।

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভরে কাঠনি্যরে কারণে কিংবা শারীরকিভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে। একক্ষত্রে তনি রোযা রাখবনে না। বশিষেতঃ যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানরে ক্ষতি হয় সক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পার।ে

[ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (১/৪৮৭)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীর হুকুম রোগীর হুকুমরে মত। যদি রোযা রাখা তাদরে জন্য কষ্টকর হয় তাহলে তাদরে জন্য রোযা না-রাখার বধািন রয়ছে।ে তারা যখন সক্ষমতা অর্জন করবনে তখন রোগীর মত কাযা পালন করবনে। কোন কোন আলমেরে অভমিত হলো: তারা প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়ালে সটোই যথষ্টে। কনি্তু এটি দুর্বল ও অনগ্রগণ্য অভমিত। সঠকি অভমিত হলো: মুসাফরি ও রোগীর মত তাদরে উপরও কাযা পালন করা আবশ্যক। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তোমাদরে মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদনিগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করব”ে[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

এর সপক্ষে প্রমাণ করে আনাস বনি মালকি আল-কা’বী (রাঃ) এর হাদসি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা মুসাফরিরে উপর থকেে রোযা ও অর্ধকে নামায মওকুফ করছেনে এবং গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থকেে রোযা মওকুফ করছেনে।”[পাঁচটি গ্রন্থ কর্তৃক সংকলতি]

তুহফাতুল ইখওয়ান বি আজওয়বিাহ মুহম্মিাহ তাতাআল্লাকু বি আরকানলি ইসলাম (পৃষ্ঠা-১৭১)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।